লভেৎ”—এইরূপ উল্লেখ আছে। তাহাতে যোগশব্দের অর্থ নারদপঞ্চরাত্রাদিতে উক্ত ক্রিয়াযোগ অর্থই বুঝিতে হইবে। কোন কোন স্থলে মানসপূজারও ব্যবস্থা আছে। মানবমাত্রের পক্ষে সাধারণভাবে মানসপূজাই প্রিয়। এই অর্চ্চনামার্গে অত্যন্তই বিধির অপেক্ষা আছে। অতএব প্রথমতঃ দীক্ষাগ্রহণ করা কর্ত্তব্য। তৎপর শ্রীগুরুচরণের নিকট হইতে শাস্ত্রীয় অর্চ্চনের বিধান শিক্ষা করা অবশ্যকর্ত্তব্য। এই অর্চ্চনমার্গে নিজের মনগড়া কিছু করা উচিত নহে। দীক্ষাগ্রহণের অবশ্যকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে তন্ত্রশাস্ত্রে উল্লেখ আছে—“অনুপনীত দ্বিজগণের যেমন বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্র অধ্যয়নের অধিকার হয় না—উপনয়নের পর অধিকার জন্মিয়া থাকে, তেমনই অদীক্ষিত মানবের মন্ত্রদেবতার অর্চ্চনাদিতে অধিকার নাই। অতএব নিজকে শিবসংস্তত করিবে। অর্থাৎ মন্ত্রদীক্ষাগ্রহণ করিবে।” এই হইল দীক্ষাগ্রহণের অবশ্য-কর্ত্তব্যতা নির্ণয়।

এইক্ষণ সেই গুরুচরণের নিকট হইতে অর্চ্চনের বিধি শিক্ষা করিয়া যে অর্চ্চন করা অবশ্যকর্ত্তব্য, তাহাই বিষ্ণুরহস্যের বাক্যদ্বারা নির্ণয় করিতেছেন—যে জন শ্রীগুরুচরণ হইতে অর্চ্চনবিধি না জানিয়া শ্রীহরিপূজাবিধির ক্রিয়া ভক্তিপূর্ব্বক করে, সে জন বিধিপূর্ব্বক পূজা করিলে যে ফললাভ হয়, তাহার শতভাগের একভাগ ফললাভ করিয়া থাকে। তাহাও যদি ভক্তি অর্থাৎ পরমাদরের সহিত করে, তাহা হইলেই শতভাগের একভাগ ফললাভ হইবে। পরমাদরে পূজা না করিলে, তাহাও হইবে না। অর্চ্চনবিধিতেও কিন্তু বৈষ্ণবসম্প্রদায় অনুসারেই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ শাস্ত্রে বহুপ্রকার বিধি থাকিলেও বৈষ্ণবসম্প্রদায় যে বিধিতে অর্চ্চন করিয়া থাকেন, সেইরূপেই করা কর্তব্য। পূজন অর্চ্চনমার্গের বহুপ্রকার ব্যবস্থা আছে, যাহা বৈষ্ণবসম্প্রদায় অনুমোদিত নহে। যেহেতু বিষ্ণুরহস্যে উল্লেখ আছে—মন-বাক্য-কায়িককর্ম্মে যাঁহারা সর্ব্বদা বিষ্ণুকে অর্চ্চন করেন, তাঁহাদেরই বচন গ্রাহ্য। যেহেতু তাঁহারা বিষ্ণুসম। কূর্ম্মপুরাণে উল্লেখ আছে—বিষ্ণুভক্তিশাস্ত্রবিশারদ বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া যাঁহারা সদাচারপরায়ণ হইয়া ব্রতাদি আচরণ করেন, তাঁহাদের বাক্যই যত্নপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়াই আচরণ করিবে। বৈষ্ণবতন্ত্রে উল্লেখ আছে—যাহাদের শ্রীগুরুতে জপ্যমন্ত্রে এবং পরমাত্মা শ্রীবিষ্ণুতে ভক্তি নাই, তাহাদের বচন সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে। এস্থলে একটু বুঝিবার বিষয় এই যে—“অর্চ্চয়ন্তি সদা বিষ্ণুং”। এই বিষ্ণুরহস্যে উল্লিখিত সর্ব্বদা যাঁহারা বিষ্ণুপূজা করেন, এ সদা শব্দের ‘ষষ্টিদণ্ড দিবারাত্র অর্চ্চন করেন’—এ প্রকার তাৎপর্য্য নহে। যে জন অর্চ্চননিষ্ঠ, এবম্ভূত ভক্তের বাক্য প্রতিপালন করিবে,